Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নারী-পুরুষের ভাষা-বৈচিত্র্য : সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাজীব হুমায়ুন
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.4
Pages	55-72
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নারী–পুরুষের ভাষা–বৈচিত্র্য : সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা

রাজীব হুমায়ুন

শারীরিক ভিন্নতার কারণে নারী–পুরুষকেন্দ্রিক ভাষা–বৈচিত্র্য অনেকটা বিশ্বজনীন। স্বামী/স্ত্রী, Husband/Wife, ছেলে/মেয়ে, Son/daughter: ভাই/বোন, Brother/sister ইত্যাকার বিভাজন পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় সুলভ। প্রচলিত ব্যাকরণের জন্মলগ্ন থেকেই বৈয়াকরণগণ নারী–পুরুষের ভাষা পার্থক্য সম্পর্কে কম–বেশী সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁদের ব্যাকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, Masculine gender, feminine gender, মোজাক্কার, মোয়ান্নাস ইত্যাকার প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী। নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে, যুগপৎ জৈবিক ও ব্যাকরণিক লিঙ্গ।

জৈবিক লিঙ্গ মূলতঃ নারী–পুরুষের শরীরকেন্দ্রিক, ভাষা–সংগঠনের দিক থেকে অধিকাংশ নারী–সূচক শব্দ গঠিত হয় পুরুষ–সূচক শব্দাবলীর সঙ্গে নারী–সূচক সাধিত বিভক্তি সংযুক্তির মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়া শব্দ–গঠন পর্যায়ে সীমিত। যেমনঃ

পুরুষ–সূচক শব্দ	+	নারীসূচক বিভক্তি	=	নারী–সূচক শব্দ
চাচা		ঈ		চাচী
নানা		ঈ		মামী
Poet		ess		Poetess ইত্যাদি।

মানুষ–অমানুষ নির্বিশেষে কোন ভাষার সকল শব্দ যখন পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রী লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং লিঙ্গ অনুসারে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে তখন সে ভাষার লিঙ্গকে বলা হয়

ব্যাকরণিক (grammatical) উর্দু-হিন্দীতে লিঙ্গ ব্যাকরণিক। এ দু'ভাষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি শব্দ কোন-না-কোন লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; "ভাত, কাগজ, আদমী (মানুষ), লড়কা, কাম (কাজ), গুণ, কাঁটা, পেড়া (ক্ষীরের মিষ্টান্ন)" -পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু দাল (ডাইল), কিতাব (বই), ঔরৎ (স্ত্রীলোক), লড়কী (কন্যা) - ছুরি, নীদ (নিদ্রা), লাজ (লজ্জা)"- এগুলি স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ।[১] তা ছাড়া, এ' দু ভাষায় প্রায় প্রতিটি শব্দ পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। যেমন,

পুং লিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
মেরা পিতাজী	মেরী মাতাজী
আচ্ছা লড়কা	আচ্ছী লড়কী
খা রাহা হায়	খা রাহী হায় ইত্যাদি।

- এখানে দেখা যাচ্ছে, শুধু পিতাজী/মাতাজী অথবা লড়কা/লড়কীতে লিঙ্গ সীমাবদ্ধ নয়, সম্বন্ধ পদ (মেরা/মেরী), বিশেষণ (আচ্ছা/আচ্ছী) এবং ক্রিয়াপদেও (রাহা হায়/রাহী হায়) লিঙ্গ-ভেদ রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাংলায় লিঙ্গ ব্যাকরণিক নয়।

লিঙ্গ জৈবিক অথবা ব্যাকরণিক যা-ই হোক না কেন, নারী-পুরষের ভাষায় এসেছে বৈচিত্র্য। আধুনিক সমাজভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্য শুধু শব্দ-পর্যায়ে সীমিত নয়; ধ্বনি, রূপমূল, বাক্য ইত্যাকার বিবিধ পর্যায়েও তা' বিস্তৃত। তা ছাড়া, শুধু শারীরিক ভিন্নতার কারণে নারী-পুরুষের ভাষায় বৈচিত্র্য আসেনি। ভাষা-বৈচিত্র্যের পেছনে রয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ, নারীদের মানসিকতা, পুরুষ- শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্যান্য জটিলতা।

সামাজিক বিধি-নিষেধ/'টেবু'

ইয়েস পার্সেন-এর মতে, নারী-পুরুষের ভাষা-বৈচিত্র্যের জন্য 'টেবু'ই মূলতঃ দায়ী।[২] বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের 'টেবু' রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত ক্যারিব পুরুষ প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ শব্দ-ব্যবহার মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। জুলু নারীর জন্য শ্বশুর/চাচা শ্বশুর/ জ্যাঠা শ্বশুরের নাম-উচ্চারণ বারণ। 'নাভাজা'-পুরুষ শাশুড়ীর সাথে সরাসরি কথা বললে অপরাধ হবে।'[৩]

বাংলাদেশের বহু অঞ্চল বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা স্বামী, পিতা–মাতা, শ্বশুর–শাশুড়ী অথবা বয়স্ক স্বজনের নাম নিতে পারে না। সন্দ্বীপে মেয়েদের উচ্চ কন্ঠস্বর পর–পুরুষ শুনলে গোনাহ্ হয়। এ' কারণে পর–পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সরাসরি কথা বলা বারণ।

কোন ব্যক্তি, বস্তু অথবা কর্মকান্ডের সঙ্গে টেবু যুক্ত হ'লে সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহারে নারীদের অনুমতি থাকে না। বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে তাদের নতুন শব্দ বানিয়ে নিতে হয়। এর ফলে কোন ভাষার শব্দ–ভান্ডারে নারী–পুরুষ কেন্দ্রিক ভিন্নতা দেখা দেয়।[৪] বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো শব্দের সাথে বয়স্ক স্বজনের নামের ধ্বনিগত মিল খুঁজে পেলে মেয়েরা সেটা এড়িয়ে গিয়ে প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়। প্রতিশব্দ লাভে ব্যর্থ হ'লে নতুন শব্দ বানিয়ে নেয়। সন্দ্বীপে প্রচলিত দু'টি গল্পে নাম–সম্পর্কিত 'টেবু'র সমর্থন মেলে। এক. স্বামীর নাম হামিদ ছিল ব'লে, এক মহিলা নাকি নামায পড়তে গিয়ে, 'সামিআল্লাহ্ হুলেমান হামিদা'র জায়গায় বলেছিল– ''সামি আল্লাহ্ হুলেমান/আঙ্গো ঘরের হেইতান (আমাদের ঘরের উনি)''। দুই. 'ভাত, কালো কুকুরে খেয়েছে'–এ' কথা জানাতে গিয়ে শ্বশুরের নাম 'কালা মিয়া' ছিল ব'লে এক মহিলা নাকি বলেছিল, 'শ্বশুরের নামের কুত্তা খাইছে'।

শব্দ–উচ্চারণে 'টেবু'র প্রভাব ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (সন্দ্বীপ অঞ্চল)

স্বজনের নামের সাথে ধ্বনিগত মিল আছে এমন শব্দ	বয়স্ক স্বজনের নাম	শব্দ–বদল–১ প্রতিশব্দ	শব্দ–বদল–২ প্রায়–প্রতিশব্দ	শব্দ–বদল–৩ নতুন–সৃষ্ট–শব্দ
ক. দানা 'বীচি'	দানা মিয়া	গোডা 'গোটা' ছোট আঁটি		
খ. দুলাহ	দুলাহ মিয়া	বর		
গ. কালা 'কালো'	কালা মিয়া		মউনজা 'মঞ্জুল'	
ঘ. লতি	আব্দুল লতিফ		কচুর হিঁঅর 'কচুর শিকড়'	
ঙ. হাদা 'তামাক পাতা'	আব্দুল হাদী			ছুডা

কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও 'টেবু'

বাংলাদেশের কোন কোন গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জোরে কথা বলা নিষেধ। গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের বক্তব্য অনুসারে মেয়েদের কণ্ঠস্বর পর-পুরুষের কানে যাওয়া 'গোনাহ্ ব'লে পর-পুরুষের উপস্থিতিতে মেয়েরা কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। এর ফলে সন্দ্বীপসহ কোন কোন গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল জন্ম লাভ করেছে।

প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ ও 'টেবু'

স্যাভিল-ট্রোইক অবলম্বনে আগে বলা হয়েছে, 'নাভাজা' পুরুষেরা শাশুড়ীর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে না। পরোক্ষ কোন বাক্যালাপ 'নাভাজা'দের মধ্যে চালু আছে কিনা জানা যায়নি। সন্দ্বীপে পর-পুরুষের সাথে সরাসরি আলাপ নিষিদ্ধ হ'লেও পরোক্ষে বাক্যালাপের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ' ক্ষেত্রে একজন কিশোর/কিশোরীকে মহিলা এবং পুরুষের মাঝে রাখা হয়। তারপর কিশোর/কিশোরীর মাধ্যমে আলাপ চলতে থাকে। যেমনঃ

পুরুষঃ (কিশোর/কিশোরীকে) তোর চাচীরে জিগগা (জিজ্ঞেস কর) তোর চাচা কোন্খানে গেছে।

মহিলাঃ (কিশোর/কিশোরীর মাধ্যমে)ঃ তোর কাকুরে ক' (বল), তোর চাচা বাড়ীত নাই।

নারী-মানসিকতা

নারীদের অতি-নম্রতা ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দেয়ার প্রবণতা নারী-পুরুষের ভাষা-বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। মেল্গিনজারের মতে, এর ফলে ইংরেজীতে দু'ধরনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া চলছেঃ

ক· 'Tag question'- এর প্রাচুর্য: মেয়েরা তাদের কথায় প্রায়ই 'Tag question' জুড়ে দেয়। যেমন, The war in Vietnam is terrible, isn't it? এ' ধরনের বাক্যের সাথে, বাংলা তাইনা?' প্যাটার্নের মিল রয়েছে।

খ· 'Rising intonation'-এর বহুল ব্যবহারঃ প্রশ্নবোধক বাক্য ছাড়াও, পুরুষদের তুলনায় অধিক হারে মেয়েরা 'rising intonation' ব্যবহার করে। 'ডিনার কখন খাবে?' স্বামীর এ প্রশ্নের জবাবে মেয়েদের বলতে শোনা যায়: a^{hh} around Six o'clock?[৫]

রক্ষণশীলতা/মর্যাদা সচেতনতা

একদল পন্ডিতের মতে, মেয়েদের বাক্‌রীতি কিছুটা রক্ষণশীল। সে কারণে পুরুষেরা ভাষা পরিবর্তনে সহজে সাড়া দিলেও মেয়েরা পুরোনা ভাষা-সংগঠন আঁকড়ে থাকে। ড· সুকুমার সেন নারীদের রক্ষণশীলতার উৎস সনাক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, ''নারীকে তা'র ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকতে হয়। সুতরাং ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা-ভাষী লোকের সংস্পর্শে তা'র আসবার সুযোগ হয় না। বিখ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরো (Cicero) এক স্থানে বলে গিয়েছেন, যখন তিনি তাঁর শাশুড়ীর কথা শোনেন, তখন, তাঁর মনে হয়, যেন তিনি প্রাচীন ল্যাটিন কবি প্লাউত্‌স' (Plautus) বা নায়ভিউস' (Naevious) এর কথা শুনছেন।'' ৬

অধিকাংশ ভাষায় Standard Variety, Prestige Pattern, Non-standard variety ইত্যাদি থাকে। উইলিয়াম লেবোভ সহ অনেক পন্ডিতের মতে, মেয়েরা অধিকতর মর্যাদাসচেতন ব'লে, তাদের ঝোঁক বেশী থাকে 'Standard Variety' এবং 'Prestige Pattern'-এর দিকে। পক্ষান্তরে পুরুষরা, Non-standard Varietyতে আপত্তি করেনা। "In careful speech, women use fewer stigmatized forms than men and are more sensitive than men to the prestige pattern. They show this in a sharper slope of style shifting, especially at the more formal and of the spectrum."৭

এ' দু'দলের বক্তব্য কিছুটা হলেও পরস্পর বিরোধী। একদল বলছেন, মেয়েদের ঝোঁক ভাষার পুরোনো 'ফর্ম'-এর দিকে; অন্যদল বলছেন নতুন 'ফর্ম'-এর দিকে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, কোন দলের বক্তব্যই ঢালাও ভাবে সব মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বলা যায়, অশিক্ষিত মেয়েদের ঝোঁক পুরোনা ফর্ম-এর দিকে। অন্যদিকে শিক্ষিত মেয়েদের ঝোঁক 'Prestige Pattern'- এর দিকে।

স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কেতবদল

'নারী স্বভাবতই লজ্জাশীলা ও কোমল হৃদয়া ব'লে কতকগুলি শব্দ ও বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেই কারণে তাকে হয়

অন্য শব্দ ব্যবহার করতে হয়, অথবা সেই বিষয়কে ঘুরিয়ে প্রকাশ করতে হয়।"[৮] সমাজভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এ' প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে সঙ্কেতবদল (Code-switching):

স্বাভাবিক শব্দ	সঙ্কেতবদল
চাল নেই	চাল বাড়ন্ত
চুড়ি খোলা	শিথলানো ইত্যাদি।

চাল নেই বললে অমঙ্গল হবে এবং চুড়িখোলা বললে বৈধব্য বোঝাতে পারে।[৯] এ' কারণে এ' সঙ্কেতবদল।

যৌনতাসূচক শব্দাবলী তথা প্রচলিত অর্থে অশ্লীল শব্দাবলী শিক্ষিত মেয়েদের মুখে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম শোনা যায়। এ' সব ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণতঃ সঙ্কেতবদল করে থাকে।

পুরুষ–শাসিত সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী

পৃথিবীর অনেক সমাজ পুরুষ-শাসিত ব'লে কোন কিছুর কর্তা (do-er) হিসেবে প্রধানত পুরুষদের ভাবা হয়। এমন কি সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অধিকাংশ সময় ধরা হয় পুরুষদের। এ' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছে শব্দ ও রূপমূল নির্বাচনে। স্বীকৃত বাংলায় ছেলেদের বিয়ে প্রসঙ্গে বলা হয়, অমুক বিয়ে করবে; অন্যদিকে মেয়েদের বিয়ে প্রসঙ্গে বলা হয়, অমুকের বিয়ে হবে। এ' উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, বিয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মূলতঃ পুরুষদের এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে 'করবে' শব্দ নির্বাচনের মধ্যে। বিয়ে-প্রসঙ্গে পুরুষ-শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতর হবে, সন্দ্বীপে প্রচলিত একটি যৌগিক ক্রিয়ার প্রকারভেদ-এর মাধ্যমে।

যৌগিক ক্রিয়া (বিশেষ্য+ক্রিয়া)

পুরুষ–ব্যবহৃত	নারী–ব্যবহৃত
বিয়া করুম/করমু	বিয়া ব'মু
'বিয়ে করব'	'বিয়ে বসব'

কারো প্রসঙ্গে ব্যবহৃত যৌগিক ক্রিয়ায়ও এর প্রমাণ মেলে।

পুরুষ–প্রসঙ্গে	নারী–প্রসঙ্গে
মানিক বিয়া করছে	রেজুর বিয়া হইছে
'মানিক বিয়ে করেছে'	'রেজুর বিয়ে হয়েছে'

'বিয়ে করুম/করমু' অথবা 'মানিক বিয়া করছে', পুরুষ–ব্যবহৃত এবং পুরুষ–প্রসঙ্গে ব্যবহৃত যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরুষ সমাজ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ তারা doer. পক্ষান্তরে নারী–ব্যবহৃত এবং নারী–প্রসঙ্গে ব্যবহৃত যৌগিক ক্রিয়া (যথাক্রমে 'বিয়া বমু' এবং বিয়া হইছে) থেকে বোঝা যাচ্ছে, নারীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। কেউ তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে–তারপর সে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে অথবা তার বিয়ে হবে। এ' সব উদাহরণে নিঃসন্দেহে পুরুষ–শাসিত সমাজ ও এর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বীকৃত বাংলায় শিক্ষিত মেয়েদের মুখে 'আমি বিয়ে করব' নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্দ্বীপ তথা গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা 'বিয়ে করমু/করুম' ব্যবহার করলে সেটা শুধু ব্যাকরণগতভাবে অগ্রাহ্য হবে তা নয়; নিতান্ত হাস্যকর ব'লেও বিবেচিতহবে।

সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অধিকাংশ সময় পুরুষদের কথা চিন্তা করা হয় বলে সৃষ্ট হয়েছে নিম্নলিখিত পুরুষ–কেন্দ্রিক প্রবাদ–প্রবচন এবং শব্দাবলী:

Man is mortal.

Man can not live by bread alone.

Chairman.

Salesman ইত্যাদি

এ' সব বাক্য ও শব্দে নিঃসন্দেহে 'woman' গুরুত্ব পায়নি।

নারী–পুরুষের ভাষা–বৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈচিত্র্যের কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে। এ'বারে সম্পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শব্দ, ধ্বনি, রুপমূল ও বাক্যপর্যায়ে যুগপৎ বিশ্লেষণ ও উদাহরণ উপস্থাপিত হবে।

শব্দ—বৈচিত্র্য

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলো শুধু নারীরাই ব্যবহার করে। আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলো নারীদের পাশাপাশি পুরুষেরা ব্যবহার করলেও, ব্যবহারের হার নারীদের তুলনায় অনেক কম।

বাংলা ভাষায় 'ছিঃ', 'অসভ্য', দুষ্টু', 'পাজি', 'কি চালাক', 'কি মিষ্টি', 'বলে কি', 'ওগো', 'হ্যাঁ গো', 'ওমা', 'মরণ' ইত্যাদি শব্দ নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী ব্যবহার করে এবং কখনও কখনও বিশেষ অর্থে। ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, হুগলী–বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েরা কোন কোন শব্দের প্রাচীনরূপ এবং কিছু বিশেষণ পুরুষদের তুলনায় বেশী ব্যবহার ক'রে থাকে। আবার কিছু শব্দও আছে যেগুলো একেবারেই তাদের নিজস্ব। যেমনঃ

ক· শব্দের প্রাচীন রূপ	ঃ লুচী, লঙ্কা, লেপ
খ· বিশেষণ	ঃ পোড়া (যেমন পোড়া চোখ, খোড়া দেশ) রাজ্য (যেমন, রাজ্যের লোভ, রাজ্যের অনাছিষ্টি)
গ· নিজস্ব শব্দ	ঃ অবিয়ত, অলবড়ড (লক্ষীছাড়া), মিনসে ইত্যাদি।[১০]

ইংরেজী ভাষায় 'adorable', 'lovely' ইত্যাদি শব্দ মূলতঃ নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত।[১১] ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'Language' গ্রন্থে ব্লুমফিল্ড উল্লেখ করেছেন, "Some exclamations, such as 'goodness gracious'! or 'Dear me! are largely reserved for the women" (পৃ· ৪৬)। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত 'The Cambridge Encyclopedia of language' গ্রন্থে ডেভিড কৃস্টাল দেখিয়েছেন, নিম্নলিখিত বিশেষণ, আশ্চর্যবোধক ও জোরসূচক শব্দ নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী ব্যবহার করেঃ

বিশেষণঃ 'Super', 'Lovely'

আশ্চর্যবোধক শব্দঃ 'Goodness me', 'Oh dear'

জোরসূচক শব্দঃ 'So', 'Such' (যেমন It was so busy) ইত্যাদি (দ্র· পৃ· ২১)

স্বজন—সূচকশব্দ

সামাজিক সম্পর্কের কারণে ভাসুর, ননদ, ননস ভাসুর–পো ইত্যাদি কেবল মেয়েদেরই শব্দ (তুলনীয়, ঠাকুর–ঝি, ঠাকুর–পো, ঠাকুর–জামাই, বট–ঠাকুর (সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ· ৬৭৭)। পক্ষান্তরে শালা, শালী, সম্বন্ধী,

শ্যালক ইত্যাদি শব্দ সামাজিক সম্পর্কের বিচারে পুরুষ ব্যতীত মেয়েদের পক্ষে ব্যবহার সম্ভব নয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

শারীরিক গঠনের কারণে মেয়েরা সাধারণতঃ 'higher pitch' এ কথা বলে থাকে। বাক্য–ব্যবহারের সময় নারী–কণ্ঠের ওঠানামা বিচার করে গবেষকগণ দেখতে পেয়েছেন, মেয়েদের মধ্যে rising intonation ব্যবহারের হার তুলনামূলকভাবে বেশী। সন্দ্বীপে আশ্চর্যবোধক বাক্যে মেয়েদের ছন্দও পাল্টে যায়। এ'ক্ষেত্রে মেয়েরা প্রায় প্রত্যেক শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ করে থাকে। ধর্মীয় কারণে সন্দ্বীপের মেয়েদের কণ্ঠস্বরের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ ও ফিসফিসিয়ে কথা বলার প্রসঙ্গ আগে বর্ণিত হয়েছে। মেক্সিকোর সিয়েরা পপুলুচা জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ফিসফিসিয়ে কথা বলার স্টাইল প্রচলিত। "Women whisper to their husbands as a mark of deference."[১২]

[z] ধ্বনি ও টেবু

জুলু ভাষায় মহিলাদের জন্য [z] ধ্বনি নিষিদ্ধ। ফলে [z] ধ্বনি আছে এমন কোন শব্দ (যেমন, [amanzi]) তারা ব্যবহার করতে পারে না। এ' শব্দ ব্যবহার করতে হলে নিষিদ্ধ [z] ধ্বনি বাদ দিয়ে নতুন শব্দ বানিয়ে নিতে হয়। যেমন, [amandabi]।[১৩]

মর্যাদা–সচেতনতা

পিটার ট্রাজিল ডেট্রয়েট নিগ্রোদের ভাষা জরীপ ক'রে দেখিয়েছেন, মর্যাদা–সচেতন মেয়েরা স্বরধ্বনি–উত্তর (post vocalic) [r] পুরুষদের তুলনায় বেশী ব্যবহার করে থাকে।[১৪] [r] ধ্বনিটি মর্যাদাসূচক। ট্রাজিল অন্য এক জরীপে দেখিয়েছেন, ইংরেজী ভাষা–ভাষী মেয়েদের মধ্যে মর্যাদাসূচক 'RP' ব্যবহারের প্রবণতা বেশী। তাঁর উদাহরণ থেকে জানা যায়, 'gate' শব্দের উচ্চারণে ৬২% বালিকা 'RP' মেনে চলে। পক্ষান্তরে একজন বালকও 'RP'মেনে চলে না।[১৫] বাংলাদেশের মর্যাদা–সচেতন মেয়েদের কণ্ঠে মাঝে

মাঝে ইংরেজী accent- প্রভাবিত উচ্চারণ শোনা যায়। একই কারণে এদের ভাষায় [ও] ধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায়। কিছুটা জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করতেও তাদের দেখা যায়।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি বনাম দন্ত্য স

নারী–পুরুষের ধ্বনি– পার্থক্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়েছেন মেরী হাস, কোয়াসাতি ভাষা থেকে।[১৬]

নারী–ব্যবহৃত গঠন	পুরুষ–ব্যবহৃত গঠন
la k a wtakko 'আমি তুলছি'	laka wtakkos

নারী–ব্যবহৃত গঠনে শব্দের শেষে রয়েছে অনুনাসিক [ও] ধ্বনি। পুরুষের গঠনে অনুনাসিকতা বর্জিত হয়ে যুক্ত হয়েছে উষ্ম ধ্বনি 'দন্ত্য স'।

অন্তঃ –অবস্থানে ঘোষ–নাসিক্য ধ্বনি বনাম স্পৃষ্ট ধ্বনি

এস্কিমো ভাষায় কোনো শব্দের শেষে মহিলারা যদি ব্যবহার করে যথাক্রমে [ম], [ন] ও [ঙ], তাহলে পুরুষরা ব্যবহার করবে এ ধ্বনিগুলোর বদলে যথাক্রমে [প], [ত] ও [ক]।[১৭]

রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

স্বীকৃত বাংলায় এবং বাংলার প্রায় সকল উপ–ভাষায় পুরুষ–সূচক শব্দের সাথে 'ঈ, 'ন', 'নী', 'আ', 'আনী', 'ইকা' ইত্যাদি সাধিত বিভক্তি যোগে স্ত্রী–সূচক শব্দাবলী গঠিত হয়। যেমন, চাচা–চাচী, বেয়াই–বেয়ান, নাতী–নাতিন, নাতনী, গুপ্ত–গুপ্তা, লেখক– লেখিকা ইত্যাদি। আগেই বলা হয়েছে, বাংলায় ব্যাকরণিক লিঙ্গ নেই অর্থাৎ উর্দু–হিন্দীর মতো পুরুষ–নারী ভেদে 'আচ্ছা/ আচ্ছী', 'রাহা হায়/ রাহী হায়' ইত্যাদি হয় না। কিন্তু "সাধু ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত প্রয়োগের অনুকরণে বহু স্থলে স্ত্রী লিঙ্গবৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী–প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। রচনা–শৈলী যখন গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতের অনুকারী করা হয়, তখন এই প্রকার স্ত্রী–প্রত্যয়ের প্রয়োগ অধিক করিয়া ঘটে; যথা– সুন্দরী দুহিতা, কন্যা, রমণী; বিদ্বান পুরুষ, বিদুষী নারী– কোকিল কণ্ঠী গায়িকা; মুখরা, প্রগলভা স্ত্রী; পতিব্রতা নারী ইত্যাদি।"[১৮] প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন ও মধ্য বাংলা থেকে ব্যাকরণিক লিঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।[১৯] যেমন,

হাড়েরি মালি 'হাড়ের মালা' – চর্যাপদ
তোহোরি কুড়িয়া 'তোর কুঁড়ে' –"
বড়ায়ি লইয়া রাহী – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গেলী সেইখানে

সর্বনামের ব্যবহার

কোন কোন ভাষায়/উপ–ভাষায় নারী–পুরুষ ভেদে সর্বনাম ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়ঃ

	পুরুষ ব্যবহৃত/পুরুষ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত	নারী ব্যবহৃত/নারী প্রসঙ্গে ব্যবহৃত
থাই ভাষায় 'আমি' অর্থে	Phom	dichan
ইংরেজীতে সে অর্থে	He	she
সন্দ্বীপীতে	হিঅ হেইতে	হিজা হেইতি তায়

– উল্লেখ্য, স্বীকৃত বাংলায় এ রকম ভিন্নতা নেই।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে অশিক্ষিত পরিবারের স্বামীরা স্ত্রীদের প্রসঙ্গে 'তুই' এবং এর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে 'কর' ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে স্বামী–প্রসঙ্গে নারী ব্যবহৃত সর্বনাম ও সঙ্গতিসূচক শব্দ হচ্ছে যথাক্রমে 'আপনি' ও 'করেন'। এ' ধরনের শব্দ চয়ন পুরুষশাসিত সমাজের ইঙ্গিতবাহী।

মর্যাদা সচেতনতা ও রূপমূল নির্বাচন

ফিশারের মতে ইংরেজীতে ঘটমান বর্তমান অর্থে অধিক মর্যাদা–সচেতন মহিলারা ব্যবহার করে 'ig' (–ইঙ)। পুরুষদের মাঝে সাধারণতঃ 'in' (–ইন) ব্যবহৃত হয় (দ্রষ্টব্য, মৃণাল নাথ, সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা, পৃ·৭৮)।

স্বীকৃত বাংলায় সামাজিক কারণে নারী–পুরুষের রূপমূল–বৈচিত্র্য সুলভ নয়। ড· সুকুমার সেনের মতে, হুগলী–বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় কিছু সমাস ও প্রত্যয়–বিভক্তি বেশী ব্যবহার করে থাকে।[২০] যেমন,

ক· সমাসঃ বোন – মেগো, উট–কপালী, মুখ–পোড়া ইত্যাদি

খ প্রত্যয় বিভক্তিঃ – অন্ত ('বাড়ন্ত, গড়ন, 'বিয়ন্ত গাই')
– অন্তী/উন্তী (কাজুন্তি (কর্মঠ)
– পানা (চাঁদপানা, হাঁড়িপানা) ইত্যাদি

সামাজিক কারণে রূপমূল বৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, সন্দ্বীপের উপ-ভাষার যৌগিক ক্রিয়া 'বিয়া করমু/ বিয়া বমু'। রূপতাত্ত্বিক বিচারে বলা যায়, এ ক্রিয়া-নির্বাচনে সন্দ্বীপের নারী-পুরুষে ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষ যেখানে নির্বাচন করে 'করুম' ক্রিয়াপদ- নারীরা সেখানে নির্বাচন করে 'বমু' ক্রিয়াপদ।

সন্দ্বীপীর সম্বোধন রূপমূল– 'লা'
সন্দ্বীপের নারীরাই শুধু নারীদের ক্ষেত্রে –'লা' ব্যবহার করে থাকে। কোন পুরুষ কখনো '–লা' ব্যবহার করে না। '–লা' – এর ব্যবহার নিম্নরূপ–

ক সমবয়সী ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের মধ্যে

খ দাদী–নাতনীর মধ্যে।

উদাহরণঃ

/এই- লা/ এই রে, হ্যাঁ রে

/কি লা/ কিরে

/খাইতিন লা/ খাবিনারে? ইত্যাদি।

Permissive mode এবং Verbal noun- এর ব্যবহার
ঝগড়ার পর স্বামীর সাথে মনোভাব বিনিময় করতে হলে মাঝে মাঝে সন্দ্বীপের মেয়েরা বিশেষ এক ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ' সময় সর্বনাম, পুরুষসূচক এবং সম্মানসূচক রূপমূল বর্জিত হয়। অধিকাংশ সময় ক্রিয়া+ পুরুষ/ সম্মানসূচক রূপমূল-এর বদলে Verbal noun ও Permissive mode ব্যবহৃত হয়। যেমন,

	স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন	ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া
স্বাভাবিক সময়	আমনে করেন 'আপনি করুন'	সর্বনাম+ক্রিয়া-পুরুষ/সম্মান সূচক রূপমূল (কর+এন)
ঝগড়ার পর	(ক) করন দরকার	–সর্বনামঃক্রিয়া+verbal noun

করা দরকার	(কর+অন)+দরকার
(খ) (কইরলে) করুক	–সর্বনামঃ কর+(শর্তসূচক)
করলে করুক	+কর– Permissive mode–উক।

বাক্যতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

বাংলায় কিছু কিছু বাক্য আছে, যেগুলো শুধু মেয়েদের মুখেই শোনা যায়। যেমন, 'ভাল হবেনা কিন্তু হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি, 'আমার মরণ হয়না কেন' ইত্যাদি। এ' সব বিচ্ছিন্ন বাক্যের জন্য কোন সূত্র নির্ধারণ সম্ভব নয়। সুকুমার সেন নারী–ব্যবহৃত কিছু ভাবদ্যোতক বাক্যাংশ ও বাক্যের উদাহরণ দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে 'অবাক করলে!' আমরি! ও হরি! কি গেরো! আমার পোড়া কপাল! কি ঘেন্না! কথার ছিরি দেখ! পোড়া দশা আর কি! আমার মাথা খাও।"[২১]

রবীন্দ্রনাথের বিমলা (ঘরে–বাইরে) একবার বলেছিল, 'রইল আমার সেলাই পড়ে'। এ'রকম বাক্য অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে ক্রিয়া এনে তারপর সম্বোধনসূচক শব্দ দিয়ে বাক্য মেয়েরা হয়তো পুরুষের তুলনায় বেশী ব্যবহার করে। যেমন–'থাক আমার সংসার, 'আমি চল্‌লাম।'

ইংরেজী ভাষায় নারী ব্যবহৃত কিছু বিচ্ছিন্ন বাক্যের উদাহরণ মেলে। 'The wall is mauve' এ' বাক্যটি ইংরেজীতে শুধু মেয়েরাই বলে থাকে। যদি পুরুষ কণ্ঠে এ' বাক্যটি উচ্চারিত হয়, তবে মনে করা যেতে পারে বক্তা কোন মহিলাকে বিদ্রূপ ও অনুকরণ করছে; বা একজন সমকামী বা গৃহসজ্জাকর।[২২]

লেভার ও ট্রাজিল ইংরেজী বাক্যের গঠন বিচার করে দেখেছেন, উপদেশ প্রদানের সময় পুরুষরা direct imperative ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে নারীদের গঠনে indirect interrogative ও tag question–এর প্রাধ্যান্য থাকে।[২৩] এ প্যাটার্নের অনুসরণে বাংলা বাক্য তৈরী করলে, সে গুলো এ' রকম হতে পারেঃ

পুরুষ–ব্যবহৃত	নারী–ব্যবহৃত
কাজটি করুন	ক· কাজটি করলে ভাল হতো না?

* কাজটি করলে ভাল হতো, তাই না?

নিউকম্ব-আর্নকফও অনেকটা এ' জাতীয় গঠনের উদাহরণ দিয়েছেনঃ

পুরুষ-ব্যবহৃত	নারী-ব্যবহৃত
Answer the phone	Won't you answer the phone?

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, পুরুষের গঠনে রয়েছে 'smiple request'; অন্যদিকে মেয়েদের গঠনে compound request।[২৪] এ ধরনের গঠন ব্যবহারের পেছনে সুগোপনে কাজ করছে পুরুষ শাসিত সমাজে সরাসরি আদেশ প্রদানে মেয়েদের অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক প্রবণতা

"Men are seen to reflect in their convensational dominance the power they have traditionally received from society; women, likewise, exercise the supporting role that they have heén taught to adopt - in this case helping the conversation along and providing men with opportunities to express the dominance"[২৫] একই ট্রাডিশন যুগ যুগ ধরে সমানে চলছিল। সাম্প্রতিক নারী প্রগতি এ' ট্রাডিশনে বাধ সাধল। প্রশ্ন উঠেছে, হিব্রু থেকে বাইবেল অনুবাদের সময় 'god' প্রসঙ্গে 'He' সর্বনামের ব্যবহার কেন? 'god' পুরুষ বলে, নাকি এ' সমাজ পুরুষশাসিত বলে? বালিকা সিলভিয়া উত্তর জানতে চেয়ে সরাসরি 'god'-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছে এবং চেয়েছে ন্যায়বিচার-

Dear God,

Are boys better than girls? I know you are one but try to be fair.

Sylvia[২৬]

সমাজে সাদা চামড়ার লোকদের প্রাধান্য দেখে নিগ্রো বালক 'god' সম্পর্কে ভেবেছে 'He' d be a white man।[২৭] সমাজে পুরুষের প্রাধান্য

দেখে 'god' প্রসঙ্গে 'He'-এর ব্যবহার দেখে সিলভিয়ার মতো অনেক মেয়েই মনে করে 'god' একজন পুরুষ। 'If anyone wants a copy, he can have one'-প্রশ্ন উঠেছে এ ধরনের বাক্যে 'he'-এর ব্যবহার নিয়ে। বহুবচন 'they'-এর মতো নারী–পুরুষ নিরপেক্ষ সর্বনাম নেই কেন? পুরুষদের প্রভাব কাটিয়ে উঠবার জন্য ইংরেজীতে তাই নারী–পুরুষ নিরপেক্ষ সর্বনামের (sex-neutral pronoun) প্রস্তাব উঠেছে। যেমন 'tey', 'co', 'E', 'ne', 'thon', 'mon', heesh', 'ho',.. and person"[২৮] 'Answer the phone'–এর বদলে 'won't you answer the phone কেন? উত্তর হচ্ছে, মহিলাদের 'assertiveness'-এর অভাব, দৃঢ়তার অভাব। গবেষকবৃন্দ উপদেশ প্রদান করেছেন 'assertive হতে হলে মহিলাদের ত্যাগ করতে হবে 'tag questions and compound request'.[২৯]

ভাষা থেকে নারী–পুরুষ ভিন্নতা দূর করবার জন্য ইংরেজীতে চলছে যথাসম্ভব শব্দ–বদল–

মুল শব্দ	শব্দ–বদল
Chairman	Chairperson
Salesman	Sales-assistant
Miss/MRs	Ms.ইত্যাদি।[৩০]

জাপানী মহিলাদের মধ্যে এখন সচেতনভাবে পুরুষের বাকরীতি ব্যবহৃত হচ্ছে 'to promote notions of sexual equality'। প্রথাগতভাবে 'আমি 'অর্থে 'boku' শব্দটি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমানে জাপানী স্কুল ছাত্রীরা অধিক হারে শব্দটি ব্যবহার করছে।[৩১]

'নারী প্রগতি' 'Womens lib' ইত্যাদির প্রভাব কমবেশী বাংলায়ও পড়েছে। বর্তমানে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে 'Chairman' শব্দের বদলে 'Chairperson' ব্যবহারের হার বাড়ছে। লেখিকা, সভানেত্রী ইত্যাদি শব্দের বদলে এখন কোন কোন মহিলার পছন্দ 'লেখক' 'সভাপতি' ইত্যাদি। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মেয়েরাতো বটেই গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত মেয়েরাও আজকাল ব্যবহার করছে 'বিয়ে করব' জাতীয় শব্দাবলী। 'কোয়াসাতি' ও

আরো অনেক ভাষা/উপভাষার 'মহিলাদের ভাষা' এখন বিলুপ্তির পথে। পুরোনো আমলের মহিলাদের মাঝেই 'নারী–ভাষা' এখন সীমাবদ্ধ। নারী শিক্ষার প্রভাবে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। ফলে একদিকে 'টেবু'র প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে; অন্যদিকে মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছে বলে পুরুষ–প্রভাবও কমে আসছে। সব মিলে নারী–মানসিকতায় সূচিত হচ্ছে বিরাট পরিবর্তন। আর এ 'সবের প্রভাব পড়ছে ভাষা–সংগঠনের ওপর। ফলে, ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপসংহারে বলা যায়, এমন এক সময় আসবে যখন অন্ততঃ সামাজিক কারণে নারী–পুরুষের ভাষায় কোন বৈচিত্র্য থাকবে না।

তথ্য–নির্দেশ

১· সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা- প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ· ২০১, কলকাতা, ১৯৫৪।

২· Peter Trudgill, *Sociolinguistics*, p. 86-87, penguin Books, 1974

৩· Muriel Savill-Troike, *The Ethnography of Communication*, p. 91 England, ,1982.

৪· "If taboos become associated with particular objects or activities such that, say, women are not permitted to use the original name, then new words or paraphrases are likely to be used instead, and sex differentiation of vocabulary items will result"—Peter Trudgill, পূর্বোক্ত, পৃ· ৮৭

৫· "There is a great deal is women's speech in English that reflects extra-politeness, one aspect of which leaving a decision open, not imposing your mind, or views, or claims, on anyone else. Two patterns reveal this decisively: the abundance of tag-questions (the war in Vietnam is terrible, isn't it?) and the high frequency of a rising

intonation on utterances that are not syntactically questions, as when a woman responds to her husband's question when will dinner be ready? with
a^{hh} around Six o,clock?

-D. Bolinger, *Aspects of language,* P. 336, 1968, Haremrt-Brace-Jovanovich Inc.

৬· সুকুমার সেন, 'বাঙলায় নারীর ভাষা', বাঙলা ভাষা (২য় খন্ড), হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, পৃ ৬৭২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।

৭· W. Labov, *The Study of Language in its Social Context,* in Language and social context (p.p. Giglioli edited). p. 287, Penguin books, 1985

৮· সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭২

৯· পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮০

১০· পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭৪–৬৭৬

১১· স্যাভিল–ট্রোইক, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৫

১২· পূর্বোক্ত, পৃ ৯২

১৩· পিটার ট্রাজিল, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৭

১৪· পূর্বোক্ত, পৃ ৯৬

১৫· পূর্বোক্ত, পৃ ৯৩

১৬· M. Hass, *'Men's and Women's Speech in Koasati',* in Language in culture and society, edited by D. Hymes, Bombay, 1969

১৭· স্যাভিল ট্রোইক, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৪

১৮· সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ২০১

১৯· ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ভাষার ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯ ও ১৯৪, ঢাকা।

২০· সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭৪–৬৭৭

২১· পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮০

২২· D. Bolinger, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৬–৩৩৭

২৩· স্যাভিল ট্রোইকের গ্রন্থে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৬

২৪· E. B. Ryan and H. Giles সম্পাদিত *Attitudes Towards language Variation* গ্রন্থের ক্র্যামারে রচিত 'geder: how she speaks প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৩

২৫· David Crystal, *The Cambridge Encyclopedia of Language*, p. 21, 1985.

২৬· পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭

২৭· W. Labov, The Logic of Nonstandard English, ingiglioli (edited), পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৬

২৮· ডেভিড কৃস্টাল, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬

২৯· ক্র্যামারে, gender; how she speaks, *Attitudes Towards Language Variation*, পূর্বোক্ত, পৃ ৯২–৯৩

৩০· ডেভিড কৃস্টাল, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬

৩১· পূর্বোক্ত, পৃ ২১